দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 3 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট

লিটন চন্দ্র দাস

শেরে বাংলা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেখা

প্রোফাইল

স্বপ্নপুরী। পাশে চিরসবুজ ফসলের মাঠ। সবুজ পাতার আড়ালে শোনা যায় দোয়েল পাখির শিস। সবুজ চত্বরের ঘাসের ডগায় শিশির আর সূর্যের রক্তিম আভার আলিঙ্গনের মাঝে গড়ে উঠা-বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট। একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মরহুম শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর।

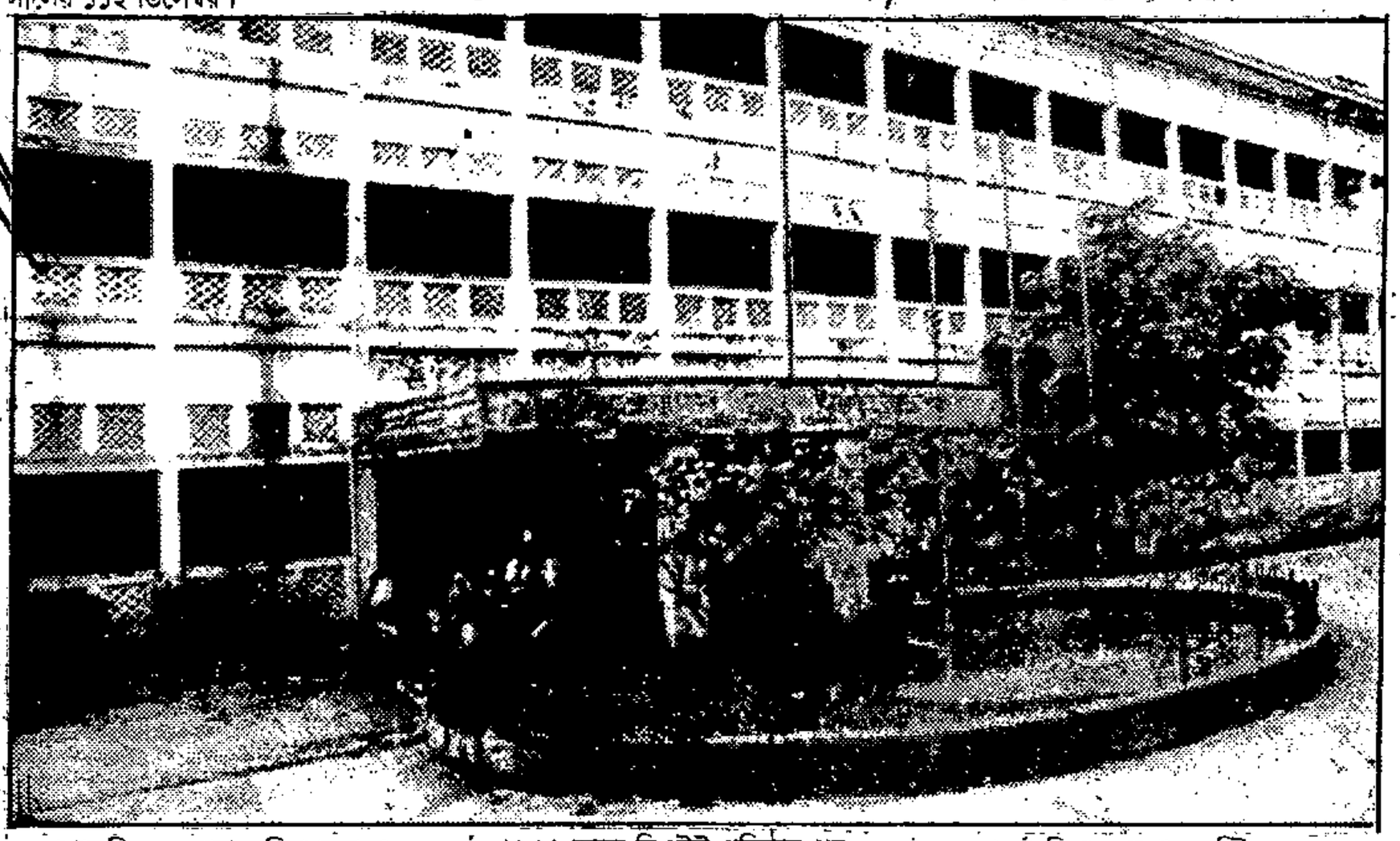

প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থা ঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএআই কৃষি পরিদপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল। ১৯৭০ সালে কৃষি পরিদপ্তর সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা (বর্তমান ডিএই) এবং গবেষণা ও শিক্ষা (বর্তমান বিএআইআর) নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়। বিএআই শেষোক্তটির সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে কৃষি পরিদপ্তর (গবেষণা ও শিক্ষা) স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। বিএআই নামে পরিচিত হয়। বিএআই কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। কলেজের প্রশাসন ও বাজেট বিএআরআই কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

একাডেমিক ব্যাপারে বিএআই ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকালটির মর্যাদায় ছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর ফ্যাকাল্টির মর্যাদা খর্ব করে একটি অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে এটাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তখন থেকেই শিক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

প্রথম ছাত্র ভর্তি এবং একাডেমিক বিবর্তন ঃ ১৯৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমত চার বছর মেয়াদি বিএসসি (এগ্রি) এজি কোর্স আরম্ভ হয়। এ কোর্সের অধীন ছাত্ররা ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর বিএসসি এজি কোর্স পড়তেন। এই কোর্স পাস করার পর তারা পরবর্তী দুই বছর বিএজি পড়ার জন্য এই ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতেন।

তারপর ১৯৪৫ সাল হতে তিন বছর মেয়াদি সরাসরি বিএজি কোর্স শুরু হয়। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর ছাত্ররা সরাসরি এই ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতে পারতেন। এই কোর্স চালু থাকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত।

১৯৬১ সালে বিএইউ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে এসএসসি পাস ছাত্রদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি বিএসসি এজি (অনার্স) কোর্স শুরু হয়। যেহেতু বিএআই-কে ১৯৬৪ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হয়, সেহেতু এখানেও সে সময় থেকেই পাঁচ বছর মেয়াদি বিএসসি এজি (অনার্স) কোর্স চালু হয়। এই কোর্স চালু থাকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত।

১৯৭১ সাল বিএইউ-এর কোর্সের পরিবর্তন করা হয় এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস ছাত্রদের জন্য চার বছর মেয়াদি বিএসসি এজি (অনার্স) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এই কোর্সের নাম পরিবর্তন করে বিএসসি এজি করা হয়েছে। বিএআই এই কোর্সে পাঠ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট-এর বর্তমান অধ্যক্ষ হলেন প্রফেসর এম কিউ জামান। এবং উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ হজরত আলী মণ্ডল। এছাড়া ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিক রয়েছেন- কৃষিতত্ত্ব বিভাগে নয় জন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ছয় জন। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে ছয় জন। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে পাঁচ জন। কীটতত্ত্ব বিভাগে সাত জন, ফসল উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে চার জন, জেনেটিক্স এন্ড প্ল্যান্টব্রিডিংয়ে চারজন, পশুপালন বিভাগে রয়েছেন একজন শিক্ষক। রসায়ন, কৃষি রসায়ন বিভাগে চারজন, প্রাণ রসায়নে তিনজন, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগে তিনজন, কৃষি অর্থনীতি বিভাগে তিনজন, কৃষি যন্ত্রায়ন বিভাগে তিন জন ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে চারজন শিক্ষক।

এই ইন্সটিটিউটের পাঠ্যবিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি অর্থনীতি, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন, রসায়ন, পশুপালন, প্রাণ রসায়ন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, কৃষি যন্ত্রায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি পরিসংখ্যান, ক্রপবোটানি, জেনেটিক্স এন্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিদ্যা, এগ্রোফরেস্ট্রি।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ প্রতি বর্ষে দুইটি পিরিওডিক্যাল ও একটি ফাইনাল পরীক্ষা হয়। পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা অধ্যক্ষ বিভাগীয় প্রধানদের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। ফাইনাল পরীক্ষা অধ্যক্ষ, বিএআই-এর সহযোগিতায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লাসের উপস্থিতি ঃ মোট ক্লাসের শতকরা ৭৫% ক্লাসে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয়। অন্যথায় ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

বৃত্তি ঃ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে ২০০ টাকা হারে সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ক্লাসের উপস্থিতি ৭৫%-এর কম হলে বৃত্তির টাকা দেয়া হয় না।

আবাসিক ব্যবস্থা ঃ ছাত্রদের জন্য শেরে বাংলা হল ও সিরাজ-উদ-দৌলা হল নামে দুইটি ছাত্রাবাস রয়েছে। মেয়েদের জন্য রয়েছে আলাদা একটি হল।

শিক্ষা সফর ঃ তৃতীয় পর্বের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি খরচে তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে সার্ক দেশসমূহে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন আমিনুল ইসলাম। জানা, এবার তৃতীয় বর্ষ ১৯৯৬-১৯৯৭ এর জন্য নাকি সার্ক দেশসমূহে শিক্ষা সফরের কোন বাজেট নেই। এ ব্যাপারে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উল্লেখ্য, শেষ পর্বের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে এক সপ্তাহের শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা আছে।

অন্যান্য ঃ বর্তমানে ইন্সটিটিউটে '৯১-৯২ ব্যাচ থেকে ৯৮-৯৯ ব্যাচ পর্যন্ত মোট ৮টি ব্যাচে প্রায় ১১শ' ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অথচ হলগুলোতে মোট ৫শ' ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বছরে ক্লাস শুরু হলে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বছর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর ছাত্র সংসদ নতুন হল নির্মাণ না করে ফরম বিক্রিতে বাধা প্রদান করে। তারপর ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের সাথে হল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়। নতুন হল নির্মাণের সাইড সিলেকশন, সয়েল টেস্ট, ডিজাইন সব সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু মন্ত্রণালয় হলের জন্য বরাদ্দ টাকা BARI-কে মঞ্জুর করলেই হলের টেন্ডার হবে এবং দ্রুত হল নির্মাণও সম্ভব হবে। ছাত্র সংসদের ভিপি আজহারুল ইসলাম জানালেন এসব তথ্য।

বর্তমানে এই কৃষি ইন্সটিটিউটটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ কলেজের প্রশ্নপত্র তৈরি করে থাকেন। কিন্তু কলেজগুলোর সাথে কোন যোগাযোগ রাখেন না। ইন্টারনেটের যুগ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন কোন খবর আসতে সপ্তাহখানেক পার হয়ে যায়। প্রশ্নের ধরন কেমন হবে অথবা প্রশ্নের ধারা পরিবর্তন হবে কিনা- এসব বিষয়ে কলেজের ছেলেরা কিছুই জানতে পারে না। সেশন জটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময়ই কলেজ কর্তৃপক্ষের দোহাই দিয়ে থাকেন। তা আদৌ সঠিক নয় বলে চতুর্থ বর্ষের মুহিদ জানালেন। সেই সাথে আরো যোগ করলেন ৩য় বর্ষের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবির মুখে দুইবার পেছানো হয়েছে।

কৃষি ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য দুটি বাস শহরের বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। এছাড়া ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য একজন মেডিক্যাল অফিসার কর্মরত আছেন ঠিকই, কিন্তু কোন ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। তিনি কেবল ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। শরীরচর্চার জন্য একটি জিমনেসিয়াম ছিল, বর্তমানে সেটিতেও নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কলেজের জন্য যে ফটো কপিয়ারটি ছিল বর্তমানে সেটিও অকেজো। কলেজে কোন ডাকঘর নেই। নেই কোন ব্যাংকের শাখা। হলের ডাইনিংয়ে কোন ভর্তুকি ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অধিক হারে ডাইনিং চার্জ দিতে হয়।